মনে মনে প্রধানমন্ত্রী

আবিদ ইকবাল

সত্যায়ন
প্রকাশন

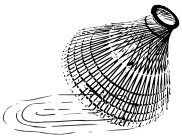

যা আছে

জোড়া খুন / ৯

ফন্দি / ৪৫

ছাড় নেই / ৫৫

হিজড়া চেনেন? / ৯০

নাচেরে মিডিয়া নাচে / ৯৯

মাতাল হাওয়া / ১১৪

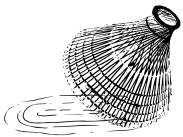

মাতাল হাওয়া

সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই। কলেজের রানির দীঘির পাড়। অন্য দিনগুলোতে এ সময় ভিড় লেগে থাকে। মানুষে গিজগিজ করে। আজ অনেকটাই ফাঁকা। এরকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন—নিজে নিজেই জিজ্ঞেস করে ফারিহা। আরও কিছুটা সময় বসে থেকে ফেরার পথ ধরে। ফারিহা থাকে দৌলতপুর। কলেজ থেকে হেঁটে যেতে সাকুল্যে পাঁচ-সাত মিনিট লাগে। ওর একটা রুটিন হলো, যত কাজই থাকুক সন্ধ্যার পরে কখনো বাইরে থাকে না।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংরেজি বিভাগে পড়ে ফারিহা। এবার তৃতীয় বর্ষে পা রেখেছে। বাড়ি ছেড়ে প্রথম যেদিন কলেজে পাড়ি জমায়, মা তার কাছ থেকে তিনটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। প্রথম প্রতিশ্রুতি : সন্ধ্যার পরে কখনো বাইরে থাকা যাবে না। দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি : কখনো বোরকা আর নিকাব ছাড়া যাবে না। তৃতীয় প্রতিশ্রুতি :

সব সময় চোখ-কান খোলা রেখে চলবে।

সেদিন থেকে মায়ের তিনটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে ফারিহা। তবে মায়ের তিন নম্বর কথাটি এখনো ওর কাছে বেশ রহস্যময় লাগে। দার্শনিক উক্তির মতো মনে হয়। তিনটা বছর কেটে গেল কলেজে। কই, কোনো স্যার তো এমন করে বলেননি। কোনো ম্যাডাম তো ওভাবে বলেননি। মা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। হাল আমলে যেটাকে শিক্ষার কাতারেই গোনা হয় না। অথচ তিনি কেমন করে জানলেন, আজকাল বাঁচতে হলে চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হয়?

ফারিহা চলতে-ফিরতে সব ক্ষেত্রে মায়ের ওই কথাটির সত্যতা টের পায়। একজন নারীর জন্য কত রকমের ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে, কত দিক থেকে হায়েনা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে, তা ভেবে কূলকিনারা করা সম্ভব নয়। যেন সুযোগ পেলেই খামচে ধরে নিয়ে যাবে। এটা ফারিহা যে কেবল অনুভব করে তা নয়। চোখের সামনেও ঘটতে দেখেছে। প্রতিনিয়ত ফাঁদে আটকা পড়ছে একটার পর একটা ছাত্রী, গার্মেন্টস কর্মী, নারী-চাকুরিজীবী। ভাবতে গেলে ফারিহার গা শিউরে ওঠে। ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয়। গলায় আঠার মতো কী যেন আটকে থাকে। ফারিহা ঢোক গিলতে পারে না।

তিনতলা একটা বাড়িতে ভাড়া থাকে ফারিহারা।

ক্যাম্পাসে মেয়েদের জন্য একটা মাত্র ছাত্রীনিবাস—ফয়জুন্নেসা হল। কলেজে ছাত্রীসংখ্যা যেখানে কম করে হলেও ১০ হাজার, তার ভেতর হলে থাকার সুযোগ পায় মাত্র শ পাঁচেক। বাকি সবাই থাকে কলেজের বাইরে, কয়েকজন মিলে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে। ফারিহাদের মেসে ওরকম ছয় বান্ধবী একসাথে থাকে ওরা।

আজ পৌষের ১০ তারিখ। শীতের শুরু বলা যায়। শহরের উত্তর দিক থেকে হিমেল হাওয়া বইছে। মনে হচ্ছে এবার ভালো শীত পড়বে। একবার সন্ধ্যা পড়লে হিম বাতাসের তোড়ে আর বাইরে থাকা যায় না। ঠান্ডায় হাত-পা জমে আসে। ফারিহা টিউশনি শেষ করে যখন মেসে ফিরল, ততক্ষণে দূরের কয়েকটি মসজিদে মাগরিবের আযান পড়েছে। বাকিদের ফেরার নাম নেই। কখন ফিরবে তা অনুমান করা শক্ত।

ওরা যতক্ষণে মেসে ফিরল তখন ঘড়ির কাঁটায় ৯টা ২৫। এরকম ভর শীতে এতক্ষণ বাইরে থাকে কেউ? বিড়বিড় করতে করতে দরজা খুলল ফারিহা।

একেকজনের হাতে চার-পাঁচটা করে শপিং ব্যাগ। কেনাকাটা করতেই বাইরে গিয়েছিল ওরা। ফ্রেশ হয়ে নিল সবাই। রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষে গোল হয়ে খাটে বসল বান্ধবীরা। শপিংয়ের প্রদর্শনী হবে। ফারিহাকেও টেনে বসানো হলো খাটে। ওর কাজ কার ড্রেস কেমন

হয়েছে বিচার করা। একটার পর একটা ব্যাগ খোলা হচ্ছে।

ওদের শপিংয়ের ফিরিস্তি অনেকটা এমন : প্রত্যেকে দুটো করে শীতের জ্যাকেট কিনেছে। একটা লং জ্যাকেট, অন্যটা শর্ট। শর্ট জ্যাকেটটা জিন্সের। আর লং যেটা ওটা লেদারের। কত রকমের কসমেটিক্স যে কিনেছে, তার তালিকা করা কঠিন। কম করে হলেও তিন রকমের স্কিন কেয়ার ক্রিম। আরও নিয়েছে কয়েক রকমের লিপবাম আর লিপ-অয়েল। শীতের আবহাওয়ার সাথে মিলিয়ে কিনেছে স্মোকি পারফিউম।

ফারিহা ওসব দেখে দেখে অভ্যস্ত। দু সপ্তাহ না ঘুরতেই ওরা শপিংয়ে যায়। মাঝে মাঝে ফারিহার মনে হয়, আল্লাহ যেন ওদেরকে শপিং করতেই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এদের মাঝে দুজনের বাড়ি ফারিহাদের গ্রামেই। খুবই সাধারণ পরিবারের মেয়ে। একজনের বাবা ছোটখাটো ঠিকাদারির ব্যবসা করেন। মাসশেষে হয়তো হাজার ত্রিশেক টাকা রোজগার হয়। আর অন্যজনের বাবার পোল্ট্রির ফার্ম। গেল মৌসুমে কী একটা ভাইরাস রোগে অনেকগুলো মুরগি মারা পড়েছে। তখন থেকেই ব্যবসা পড়তির দিকে। অথচ ওরাই কিনা শীত কাটাবার জন্য একেকজন হাজার দশেক টাকার শপিং করে ফেলল! ফারিহা অবাক হয়। বাড়িতে অনেকের বাবা-মায়ের নুন

আনতে পান্তা ফুরোয়। কতটা কষ্টেসৃষ্টে সংসারের ঘানি টানেন বাবারা। অথচ এখানে ওরা বাহারি ফ্যাশনের দোকান সাজিয়ে বসে।

ফারিহার ভাবনায় ছেদ পড়ে। মৌরি ওর সামনে একটা মেরুন কালারের টপস মেলে ধরেছে। ঝুলটা টি-শার্টের চেয়ে সামান্য একটু বেশি হবে। পরলে হাঁটুর কমসে-কম ছ ইঞ্চি ওপরে থাকবে। মৌরি বলল, 'বল না এটা কেমন হয়েছে?' ফারিহা তাকিয়ে দেখে চারজনই একটা করে টপস কিনেছে ভিন্ন ভিন্ন রঙের। সাথে আঁটোসাঁটো জিন্স-প্যান্ট। ওগুলো কার জন্য কিনেছে ওরা? কখনো তো টপস আর জিন্স পরতে দেখিনি ওদের। থ্রি-পিস ছাড়া অন্য কোনো ড্রেস পরেছে বলে মনে পড়ে না। মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান বা পার্টিতে হয়তো শাড়ি পরতে দেখা গেছে দুয়েকবার।

ফারিহা জিজ্ঞেস করল,

: এগুলো কার জন্য কিনেছিস তোরা?

চারজন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল,

: আগে বল কেমন হয়েছে?

ফারিহা উদাস ভঙ্গিতে উত্তর দেয়,

: খারাপ না। এখন বল কার জন্য কিনেছিস ওসব?

: কার জন্য কিনব আবার? শপিংয়ে গিয়েছি আমরা, আর কেনাকাটা করব বুঝি অন্য কারও জন্য?

ফারিহা বুঝতে পারে ওদের মাথায় ভূত চেপেছে। অধঃপতনের শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওরা। মৌরি মেয়েটাই একটা সময় অন্যরকম ছিল। কলেজে প্রথম প্রথম বোরকা-নিকাব পরে ক্লাসে আসত। সব সময় মেয়েদের সারিতে বসত। একান্ত দরকার ছাড়া কোনো ছেলের সাথে কথা বলেছে, গোটা ফার্স্ট ইয়ারে এমন কখনো হয়নি। তারপর ধীরে ধীরে সব কেমন যেন বদলে গেল। প্রথমে নিকাব ছাড়ল, তারপর বোরকা, তারপর ধরল থ্রি-পিস। আর এখন তো টপস আর জিন্স-প্যান্ট ধরার প্ল্যান করেছে।

ওদের গায়ে আসলে ক্যাম্পাসের হাওয়া লেগেছে। এই হাওয়া আসে চতুর্দিক থেকে। আমাদের ইংরেজি বিভাগের কথাই বলা যাক। ওই যে রুবাইদা ম্যাডাম আছেন না একজন? মানুষটা কেমন ক্ষ্যাপাটে ধরনের। একটা বিষয়ে তার ভীষণ অ্যালার্জি। বোরকা-পরা মেয়েদের তিনি দু চোক্ষে দেখতে পারেন না। ক্লাসে কোনো মেয়েকে বোরকা-পরা দেখলে তার মেজাজ বিগড়ে যায়। মাঝে মাঝে দুয়েকজনকে ক্লাস থেকে বেরও করে দিয়েছেন। ভাইভা বোর্ডে নিকাব খুলতে না-চাওয়ায় ডবল জিরো দেওয়ার ইতিহাসও আছে। তার

কথা—'তোমরা ভার্সিটি লেভেলে পড়াশোনা করো, কিন্তু বেশভূষা এ রকম কেন? বোরকা পরে এ যুগে কেউ ক্লাসে আসে? ইউনিভার্সিটি তো আর ধর্ম পালনের জায়গা না। মুখ-কান ওরকম ঢেকে রাখলে টিচারদের কথাও তো ভালো করে শোনা যায় না। ওদেরকে দেখো (যারা গতর উদোম করে আসে), কত ভালো লাগে। জিন্স-টপস বা থ্রি-পিস তো একেবারে ফেলনা ড্রেস না। পরলে দোষ কোথায়?'

আরেকজন আছেন। নাহিদ স্যার। তিনি ক্লাসে ঢুকেই সবার আগে ছেলে-মেয়ে বাঁটেন। মানে, ছাত্র-ছাত্রীদের বলেন সারি ভেঙে একসাথে বসতে। ছেলে-মেয়ে এক বেঞ্চে না বসলে তার কাছে নাকি ভালো লাগে না। প্রাইমারির ক্লাসরুম মনে হয়। তিনিও মাঝে মাঝে বোরকা-পরা মেয়েদের অযথাই হেনস্থা করেন। 'এই মেয়ে, তোমার কি বাড়িতে বাপ-ভাই নাই? তুমি কি বাপের সামনেও মুখে ত্যানা ঝুলিয়ে রাখো? শিক্ষক তো বাপের মতোই। তাহলে শিক্ষকের সামনে মুখ খুলে রাখতে চুলকায় ক্যান?'

স্যার-ম্যাডামদের ওসব তালিম শুনে শুনে একসময় মেয়েগুলোর মন পালটে যায়। তা ছাড়া মনে আধুনিকতার হাওয়া লাগলে তখন আর লাজ-লজ্জার বাঁধ থাকে না। অন্যের মুখে 'স্মার্ট' শোনাটা এ যুগের মেয়েদের বলা যায়

এক রকমের প্রধান চাওয়া। মডার্ন পোশাক না পরলে নিজেকে কেমন যেন দলছুট দলছুট মনে হয়। অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় কাজ করে। এসব ভেবেই ফারিহার মেসের চার বান্ধবী জিন্স-টপস কিনে এনেছে।

মৌরির ছোট বোন এসেছে আজ। ওর নাম রূপা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে পড়ে। সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে, তাই বোনের কাছে বেড়াতে এসেছে। রূপা এর আগে কখনো কুমিল্লা আসেনি। প্রথমত কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ দেখবে। এর বাইরেও ময়নামতি, লালমাই পাহাড়, শালবন বিহার ঘুরে দেখবে।

রাতের খাওয়াদাওয়ার ঝামেলা শেষ। এবার গল্প-আড্ডা দেওয়ার পালা। সবাই বসল গোল হয়ে। রূপা, মৌরি, তানিশা এবং অন্যরা। ফারিহাকেও বসানো হলো জোর করে। আলাপের দাঁড় বাওয়ার দায়িত্ব পড়েছে রূপার কাঁধে। রূপা কথা বলায় সরেস।

ওদের আলাপের কোনো দিক-বেদিক নেই।